দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শাবিতে শূন্য আসন পূরণে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা

শাবি সংবাদদাতা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। প্রতিদিনই ভর্তি বাতিলের সংখ্যা বাড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় নজিরবিহীনভাবে শাবিতে ভর্তি বাতিলের ঘটনা ঘটছে। এই সংখ্যা তিনশ' ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ভর্তি বাতিলের কারণে আসন শূন্য হয়ে পড়েছে। শূন্য আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কর্তৃপক্ষ। আসন শূন্য থাকলেও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্যোগ না নেয়ায় উচ্চশিক্ষা থেকে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী বঞ্চিত হবে। বিভিন্ন দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি দেশ দক্ষ জনশক্তি তৈরী থেকে বঞ্চিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। বিষয়টি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম গত ২৪ জানুয়ারী শেষ হওয়ার মাত্র ৪ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তে ক্লাস চালু করা হয়। ক্লাস চালুর পরপরই শিক্ষার্থীরা ভর্তি বাতিল শুরু করে। একাডেমিক কাউন্সিলের এক সদস্য জানান, এক থেকে দেড় মাস দেরিতে ক্লাস শুরু করা হলেও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শূন্য আসনে ভর্তি করা যেত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চলমান বিভিন্ন সেমিস্টারে ক্লাসরুম, শিক্ষক সংকট থাকার কারণে নতুন ভর্তি করা ছাত্রীদেরকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা ও লাইফ সাইন্স অনুষদের ডিন প্রফেসর ডঃ এম হাবিবুল আহসান বলেন, এটি একটি বড় ধরনের জাতীয় ক্ষতি। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য যে বাজেট হয় এবং যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্যত্র চলে গেছে তাদের শূন্য আসনে সরকারী ব্যয় একই থাকলেও উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে কয়েকশ' শিক্ষার্থী। সিন্ডিকেট সদস্য ও সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষক শফিকুর রহমান চৌধুরীও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, কর্তৃপক্ষের উচিত নতুনভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা। এছাড়াও কিছু শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা না পাওয়ার জন্য অন্যত্র চলে গেছে বলে জানা যায়। যার বেশীরভাগই ছাত্রী। ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা নিয়ে জানতে চাইলে ছাত্রী হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ডঃ সাবিনা ইসলাম জানান, আপাতত ৭০ আসনবিশিষ্ট একটি মেস ভাড়া নেয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই ছাত্রীদের ওখানে ওঠানো হবে এবং পরবর্তীতে অন্যদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভর্তি কমিটির সভাপতি ভিসি প্রফেসর ডঃ এম আমিনুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে ভর্তি কমিটির পক্ষে দ্বিতীয়বার অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।